গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৪ বৈশাখ, ১৪১৪
নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/০৫/২০০৭-২২৫৫ তারিখ ঃ ---------------
০৭ মে, ২০০৭

পরিপত্র

বিষয় ঃ জি.আর. চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ/বন্টনের নীতিমালা।

কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়ের অর্থ বছরের বাজেট দুই বা ততোধিক কিস্তিতে মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অনুকূলে ছাড় করবে। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে উক্ত ছাড়কৃত বরাদ্দ হতে থোক হিসেবে জি.আর. চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ করবে। জেলা প্রশাসকগণ উক্ত থোক বরাদ্দ থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে বরাদ্দকৃত জি.আর. চাল/খাদ্যশস্য নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ/বন্টন করবেন ঃ-

১। কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছ্বাস/ভূমিকম্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুঃস্হ ব্যক্তি/পরিবারের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে পরিবার প্রতি এককালীন সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কেজি খাদ্যশস্য(চাল/গম) নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে বিতরণ/বন্টন করা যাবেঃ-

(ক) দরখাস্তটি সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে।

(খ) উপরোক্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যতিরেকে সাধারণভাবে কোন পরিবারের প্রধান/কর্তাকে কোনভাবেই জি.আর. চাল/খাদ্য শস্য প্রদান করা যাবে না।

২। (ক) কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছ্বাস/ভূমিকম্প/বজ্রপাত/নৌকা/লঞ্চ/ট্রলারডুবি/সড়ক দুর্ঘটনাসহ যে কোন মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগে কোন ব্যক্তি অকাল মৃত্যুবরণ করলে এবং মৃত ব্যক্তির পরিবার অস্বচ্ছল হলে জেলা প্রশাসক মৃত ব্যক্তির পরিবার প্রতি বিশেষ বিবেচনায় ১.০০ (এক) মেঃ টন জি.আর. চাল/ খাদ্যশস্য বরাদ্দ করবে।

(খ) কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছ্বাস/ ভূমিকম্প/বজ্রপাত/নৌকা/লঞ্চ/ট্রলারডুবি/সড়ক দুর্ঘটনায় আহতসহ যে কোন মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গকে বিশেষ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ৫০০ (পাঁচশত) কেজি জি.আর. চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ করবেন।

৩। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন-স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/মসজিদ/মন্দির/পাঠাগার ইত্যাদির জন্য এককালীন থোক বরাদ্দ থেকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে জি.আর. চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা যাবে ঃ-

(ক) এতিমখানা/লিল্লাহ বোর্ডিং/শিশু সদন/অনাথ আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবেদনে অবশ্যই ছাত্রছাত্রী/নিবাসীর সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে ;

(খ) কোন প্রতিষ্ঠানকে কোন অবস্হাতেই এককালীন ৩.০০(তিন) মেঃ টন চাল/খাদ্যশস্যের অধিক বরাদ্দ করা যাবে না;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হতে হবে।

৪। (ক) বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী এতিমখানা/লিল্লাহ বোর্ডিং/শিশুসদন/অনাথআশ্রম/মুসাফিরখানা/বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (যথাঃ- ইছালে ছাওয়াব, ওরশ মাহফিল/নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান/কঠিন চিবর দানসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান) আগতদের আহার্য বাবদ জেলা প্রশাসকের থোক বরাদ্দ হতে সরাসরি জি.আর চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যয়ন/সুপারিশের প্রয়োজন হবে।

(খ) জেলা প্রশাসক তাদের থোক বরাদ্দ থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (যথাঃ- ইছালে ছাওয়াব, ওরশ মাহফিল/নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান/কঠিন চিবর দানসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান) আগতদের আহার্য বাবদ সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) মেঃ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারবেন।

৫। উপরোক্ত ২, ৩ ও ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদনপত্রসমূহে উপস্হাপিত তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হলে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

৬। জেলার থোক বরাদ্দ থেকে জি.আর.চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক দরখাস্তের তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই করবেন। ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে বরাদ্দের পরও জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্টদের অবহিত রেখে বরাদ্দ বাতিল করবেন।

৭। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয় জি.আর. চাল/ খাদ্যশস্যের থোক বরাদ্দ মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর বরাবরে জারীর নির্দেশ প্রদান করবে। থোক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর জেলার জনসংখ্যা, অনগ্রসরতা ও প্রাপ্যতা অনুসরণে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ আদেশ জারী করবে।

৮। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তাঁর মজুদ হতে এ নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দ পত্রের বিপরীতে জি.আর.চাল/খাদ্যশস্য সরবরাহ/বিতরণ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে বিতরণ বিবরণী দাখিল করবেন।

৯।	মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে থোক বরাদ্দ দেয়ার পর বরাদ্দকৃত ত্রাণ/খাদ্যশস্য যথাযথ বিতরণ/ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট হতে ব্যবহৃত ত্রাণ সামগ্রীর হিসাব/মাষ্টার রোল পরীক্ষা ও সংরক্ষণ করবেন।

১০।	জেলা প্রশাসকের অনুকূলে থোক বরাদ্দকৃত জি.আর. চাল/ খাদ্যশস্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তা পুনর্ভরনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানাবেন। অধিদপ্তর চাহিদার যথার্থতা/গুরুত্ব/পূর্বে খরচের সঠিকতা ইত্যাদিসহ মজুদ বিবেচনায় পুনর্ভরণের থোক বরাদ্দ প্রদান করবে। বরাদ্দকৃত গম, চাল/খাদ্য শস্যের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা' মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন। জি.আর চাল/গম খাদ্যশস্যের যে কোন অপচয়, অনিয়ম, আত্মসাৎ রোধে সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

১১।	মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর হতে জেলা প্রশাসকগণের নিকট সরকারী মঞ্জুরী আদেশ জারী করবেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করবেন। মঞ্জুরী আদেশের একটি কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১২।	অব্যয়িত জি.আর. চাল/খাদ্যশস্য ৩০শে জুনের অব্যবহিত পরেই যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা/সমর্পণ করতে হবে।

১৩।	এ আদেশ/পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পূর্বের জারীকৃত আদেশ/পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৭/০৫/২০০৭
(মোহছেনা ফেরদৌসী)
যুগ্ম-সচিব(দুঃব্যঃ)।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/০৫/২০০৭-২২৫৫/১(৯১৫)	তারিখ ঃ ০৭/০৫/২০০৭

বিতরণ ঃ অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১।	মন্ত্রিপরিষদ সচিব/প্রধান উপদেষ্টার মূখ্য সচিব।
২।	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৩।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৪।	মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
৫।	জেলা প্রশাসক .... (সকল)।
৬।	মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়।
৭।	মাননীয় মেয়র এর একান্ত সচিব, ... (সকল)।
৮।	সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়।
৯।	চেয়ারম্যান, পৌরসভা, ... (সকল)।
১০।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।
১১।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা .... (সকল)।
১২।	যুগ্ম-সচিব(দুঃব্য)/উপ-সচিব (ত্রাক-২)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আমির হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (ত্রাক-৩)